মেরাজের ঘটনাবলী

Islami Bhai 27 Rajab 1439

(Bengali)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَاَيُّهَاالنَّاسُ! اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَاوَمَوَاطِنِهَااَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلٰوةً فِيْ دَارِالدُّنْيَا হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা (অর্থাৎ আতঙ্ক) এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্য থেকে আমার প্রতি দুনিয়ায় অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে। **(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস নং-৮২১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুলঃ

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ,اُذْكُرُ الله! ,تُوْبُوْا اِلَى الله! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মহান রাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজ ১৪৩৯ হিজরী সনের রজবুল মুরাজ্জবের ২৭তম রাত, **আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালার** প্রতি লাখ লাখ কৃতজ্ঞতা যে, যিনি আমাদেরকে আবারো একবার আযিমুশ্মান ফযীলত এবং বরকতময় পবিত্র রাত নসীব করেছেন, এটি ঐ মহান রাত, যাতে **কায়েনাতের সৃষ্টিকর্তা** আমাদের **আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হাবীবে কিবরিয়া, মেরাজ রজনীর দুলহা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এক মহান মুজিযা দান করেছেন, এই নুরানী রাতে কি কি ঘটনাবলী সংগঠিত হয়েছে, কি কি আনওয়ার ও তাজাল্লীর বর্ষন হয়েছে আজকের বয়ানে তা সংক্ষিপ্তাকারে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো, গভীর মনোযোগ এবং একাগ্রতার সহিত শুনলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ **মেরাজের দুলহা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা অন্তরে আরো জাগ্রত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মুজিযা

নবুয়ত প্রকাশের ১২তম বছর আর **মেরাজ রজনীর দুলহা, প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক বয়স একান্ন (৫১) বছর হয়ে গেছে, **আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মেরাজের মুজিযা দান করেন

এবং **তাঁকে** রাতের একটি অংশে শুধু মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা নয় বরং সাত আসমানেরও সফর করিয়েছেন, এছাড়াও ঐদিন **আল্লাহ তায়ালা হাবীবে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আপন আনওয়ার ও তাজাল্লী সমূহের পর্যবেক্ষণ করিয়েছেন এবং আপন দীদার ও একত্রে কথোপকথন করেও ধন্য করেছেন। মেরাজের এই ঘটনা বজবুল মুরাজ্জবের ২৭ তারিখেই সংগঠিত হয়েছিলো।

অলীয়ে কামিল হযরত আল্লামা মাওলানা মাখদুম মুহাম্মদ হাশিম ঠাঠাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: সঠিক বর্ণনানুযায়ী **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়ত প্রকাশের **১২**তম বছর অর্থাৎ হিজরতের এক বছর পূর্বে, বৃহস্পতিবার বা সোমবার রাতে, প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী রজবুল মুরাজ্জবের ২৭তম রাতেই **আল্লাহ তায়ালা** সফর (মেরাজ) করিয়েছেন। **(সীরাতে সৈয়দুল আম্বিয়া, ১২৭ পৃষ্ঠা)**

বক্ষ বিদীর্ন

মেরাজ রজনীতে হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام **নবীয়ে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশান্তময় বক্ষ মুবারক বিদীর্ণ করেন। **তাঁর** পবিত্র অন্তরকে বাহিরে বের করলেন এবং যমযম শরীফ দ্বারা পূর্ণ সোনার পাত্রে রেখে ধৌত করলেন। অতঃপর (**হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপযুক্ত আরো) প্রজ্ঞা, ঈমান এবং নবুয়তের নূর এতে পূর্ণ করলেন এবং বক্ষ মুবারকে তা রেখে সুই দিয়ে সেলাই করে দিলেন। ওলামায়ে কিরামরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক জীবনে চারবার বক্ষ বিদীর্ণ করা হয়েছে এবং মেরাজ শরীফের রাতে সংগঠিত হওয়া ছিলো এর মধ্যে চতুর্থতম।

প্রথমবার **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সৌভাগ্যময় জন্মের সময়, দ্বিতীয়বার তাঁর বয়স যখন দশ বছর ছিলো এবং তৃতীয়বার হেরা গুহায় কোরআনে মজীদের প্রথম ওহী অবতীর্ণের সময়। **(সীরাতে সৈয়দুল আম্বিয়া, ১২৭ পৃষ্ঠা)**

মেরাজের দুলহার বাহন

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, **প্রিয় আক্বা, মেরাজ রজনীর দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার নিকট বোরাক

(যার নাম ছিলো জারুদ) আনা হলো, যা ছিলো গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চরের চেয়ে ছোট, ধবধবে সাদা রঙের দীর্ঘাদেহী চতুস্পদ প্রাণী, এর কদম পরতো দৃষ্টিসীমা যেখানে শেষ হয় সেখানে, আমি এতে আরোহন করে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত গেলাম এবং যেখানে আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام আপন বাহনসমূহ বাঁধতেন, সেখানে আমি তাকে বেঁদে দিলাম, অতঃপর আমি মসজিদে (আকসায়) প্রবেশ করলাম এবং সেখানে দু'রাকাত নামায আদায় করলাম। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৯)

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমাম

এই নামাযে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমাম ছিলেন। (সীরাতে সৈয়দুল আম্বিয়া, ১২৮ পৃষ্ঠা) (কেননা) **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান শানকে প্রকাশ করার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام একত্র করা হয়েছিলো (সুনানে নাসাঈ, কিতাবুস সালাত, বাবু ফরযুস সালাত..., ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৪৮) যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে তাশরীফ নিয়ে এলেন, তখন ঐ সকল ব্যক্তিত্বরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখে স্বাগতম (Welcome) জানালেন এবং নামাযের সময় সবাই **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ইমামতি করার জন্য অগ্রগামী করে দিলেন, অতঃপর হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام হাত মুবারক ধরে সামনে অগ্রসর করে দিলেন এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি করেন। (মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, বাবুল আইন, মান ইসমুহু আলী, ৩/৬৫, হাদীস নং-৩৮৭৯ ও সীরাতুল হালিবিয়া, বাবু যিকরিল আসরা ওয়াল মিরাজ, ২/৫২৫)

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা বুসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

وَقَدَّمَتْكَ جَمِيْعُ الْاَنْبِيَاءِ بِهَا
وَالرُّسْلِ تَقْدِيْمَ مَخْدُوْمٍ عَلٰى خَدَمِ

(কসীদায়ে বুরদা শরীফ, ২৪০ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসে সকল আম্বিয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অগ্রগামী করলেন, যেমনটি মুনিব তার খাদিমদের সামনে থাকে।

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! কতইনা সুন্দর সইে নামায, সকল আম্বিয়া ও রাসূল عَلَيْهِمُ السَّلَام মুক্তাদি, আমাদের **প্রিয় আক্বা, ইমামুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইমাম এবং প্রথম

কিবলা হচ্ছে নামাযের স্থান, নিঃসন্দেহে সৃষ্টি জগতে এরূপ নামায পূর্বে কখনো হয়নি, আকাশ বাতাস কখনো এরূপ দৃশ্য দেখেনি। যাই হোক আজ **মেরাজ রজনির দুলহা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রথম ও শেষ হওয়ার রহস্যও ফাঁস হয়ে গেলো, এই রহস্য থেকেও পর্দা উঠে গেলো এবং এই বিষয়টি আলোকিত দিনের ন্যায় প্রকাশ হয়ে গেলো, কেননা আজ **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেহেতু সর্বশেষ রাসূল, পূর্বের সকল আম্বিয়া ও রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام ইমামতি করছেন। এই রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

নামাযে আকসা মে থা এহি সিররা, ইয়াঁ হোঁ মাআনি আউয়াল আ'খির
কেহ দস্ত বস্তা হে পীছে হাজির, জু সালতানাত আগে কর গেয়ে হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩২ পৃষ্ঠা)

পঙতিটির ব্যাখ্যা: মেরাজ রজনীতে মসজিদে আকসায় **সৈয়্যদুল আম্বিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল নবীদের ইমামতি করেন এবং তাদের নামায পড়ান, এতে রহস্য এটাই ছিলো যে, প্রথম ও শেষ এর পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যাওয়া, এটা প্রকাশ হয়ে যাওয়া যে, সকল নবীদের শেষে আগত **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন নবী থেকে শান ও মহত্বে কম নয় বরং শান ও মহত্বে সবচেয়ে বড়, তার প্রমান হলো যে, ঐ সকল নবী যারা পূর্বেই নবুয়ত ঘোষনা করেছেন, তাঁরা সবাই করজোড়ে **মক্কী মাদানী সুলতান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পেছনে দাঁড়িয়ে গেছেন।

নামাযের পর যখন **মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সর্দার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে উপস্থিত আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে সাক্ষাৎ করেন তখন একের পর এক সাবাই **আল্লাহ তায়ালার** প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করেন।

হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বলেন: সকল পবিত্রতা **আল্লাহ তায়ালার** জন্য, **যিনি** আমাকে খলীল বানিয়েছেন এবং আমাকে মহান দেশ দান করেছেন, তাছাড়া আপন বাধ্যগত লোকেদের ইমাম বানিয়েছেন, যেনো আমার অনুসরন করে এবং আমাকে আগুন থেকে বাঁচায় আর তা আমার জন্য শীতল ও নিরাপদ করে দেন।

এরপর হযরত মূসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام দাঁড়ালেন এবং আপন **রব তায়ালা**র প্রশংসা করলেন: সকল পবিত্রতা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য, **যিনি** আমাকে **তাঁর** কলীম বানিয়েছেন এবং আমার হাতে ফিরআউনকে ধ্বংস করেছেন আর বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিয়েছেন ও আমার উম্মতকে (একটি গোত্র) এমন সম্প্রদায় বানিয়েছেন যে, তারা সত্য পথের সন্ধান দিতো এবং সত্যে সহিত ন্যায় বিচার করতো।

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা দাউদ عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র প্রশংসা করে বলেন: সকল পবিত্রতা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য, **যিনি** আমাকে অনেক বড় সম্রাজ্য দান করেছেন এবং আমাকে যবুর শরীফের জ্ঞান দান করেছেন আর আমার হাতে লোহাকে নরম করেছেন ও আমার জন্য পাহাড় এবং পাখিকে অনুগত করেছেন, যারা আমার নিকট **আল্লাহ তায়ালা**র পবিত্রতা বর্ণনা করতো এবং আমাকে প্রজ্ঞা ও ফয়সালা করার জ্ঞান দান করেছেন।

অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র প্রশংসা বর্ণনা করে বলেন: সকল পবিত্রতা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য, **যিনি** আমার জন্য বাতাসকে অনুগত করেছেন এবং জ্বিনদেরকে আমার অনুগত বানিয়ে দিয়েছেন, যারা আমার ইচ্ছানুযায়ী উঁচু উঁচু অট্টালিকা ও বিশাল ছবি এবং বড় বড় হাউসের সমান মাটির পাত্র ও রান্নার জন্য পাতিল বানাতো। অনুরূপভাবে আমাকে পাখিদের কথা শিখিয়েছেন এবং আপন দয়ায় আমাকে সকল কিছুই দান করেছেন আর তোমার অনেক ঈমানদার বান্দার উপর আমাকে ফযীলত দান করেছেন ও আমাকে এরূপ সম্রাজ্য দিয়েছেন, যা আমার পর আর কেউ পাবে না এবং আমার রাজত্বকে এমন করে দিয়েছো যে, এর কোন হিসাব নাই।

মনে রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর শরীয়তে ছবি হারাম ছিলো না। **(খাযায়িনুল ইরফান, পারা ২২, সাবা, ১৩ নং আয়াতের পাদটিকা)**

এরপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র প্রশংসা করে বর্ণনা করে বলেন: সকল পবিত্রতা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য, **যিনি** আমাকে **তাঁর** কালিমা (কালিমাতুল্লাহ) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে আমাকেও আ'দম عَلٰی نَبِیِّنَا وَعَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর ন্যায় করেছেন যে, তাঁকে মাটি দ্বারা বানিয়েছেন এবং ইরশাদ

করেছেন "كُنْ" (হয়ে যাও) তখন হয়ে গেলেন এবং আমাকে কিতাব ও প্রজ্ঞা, তাওরাত ও ইঞ্জিল দান করেছেন আর আমাকে এই মর্যাদা দান করেছেন যে, মাটি দিয়ে পাখির মত বানাই, অতঃপর এতে ফু দিই, তবে তা **আল্লাহ তায়ালা**র আদেশে সাথেসাথেই পাখির ন্যায় উড়ে যেতো এবং এই মর্যাদাও দান করেছেন যে, আমি আরোগ্য দান করি জন্মগত ভাবে অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীদের আর **আল্লাহ তায়ালা**র হুকুমে মৃতকে জীবিত করি, আমাকে (মৃত্যু ব্যতিত) উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং আমাকে পবিত্র করেছে (কাফিরদের থেকে) আর আমাকে ও আমার মাকে অভিশপ্ত শয়তানের ক্ষতি থেকে আশ্রয় দিয়েছেন, সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে শয়তানের জন্য কোন পথ নেই।

যখন সকল আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালা**র প্রশংসা ও পবিত্রতা এবং **তাঁর** সেই সকল নেয়ামতের বর্ণনা করেছেন, যা তাঁদেরকে দান করা হয়েছিলো, তখন **নবীয়ে আখিরুজ্জামান, শাহানশাহে কওন ও মকান, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দন্ডায়মান হলেন এবং **আল্লাহ তায়ালা**র প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনা করে ইরশাদ করেন: সকল পবিত্রতা **আল্লাহ তায়ালা**র জন্য, যিনি আমাকে সমস্ত জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন এবং আমাকে সুসংবাদ প্রদানকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আমার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন, যাতে প্রতিটি কিছুরই বিশদ বর্ণনা রয়েছে এবং আমার উম্মতকে সকল উম্মতের মধ্যে উত্তম বানিয়েছেন, আমার উম্মতই সর্বশেষ উম্মত এবং (জান্নাতে প্রবেশকারী উম্মতদের মধ্যে) এরাই সর্বপ্রথম উম্মত হবে এবং **আল্লাহ তায়ালা** (হেদায়ত ও মারিফাত এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জন্য) আমার অন্তরকে প্রশস্ত করেছেন আর (উম্মতের পক্ষে আমার শাফায়াত কবুল করে) আমার বোঝা নামিয়ে দিয়েছেন এবং আমার জন্য আমার আলোচনাকে উচ্চ করে দিয়েছেন আর আমাকে শেষ নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বক্তব্য শেষ হওয়ার পর হযরত সায়্যিদুনা **ইব্রাহিম** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দন্ডায়মান হয়ে বললেন: এটিই সেই মহান গুণাবলী এবং পরিপূর্ণতা, যার কারণে **সৈয়্যদুল মুরসালিন, খাতিমুন্নবীয়্যিন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মর্যাদা আমাদের সকলের চেয়ে উত্তম ও উচ্চ। **(খাচায়িসুল কুবরা, ১/২৮৫)**

সবচে আউলা ও আলা হামারা নবী সবচে বা'লা ও ওয়ালা হামারা নবী
বযমে আ'খির কা শমআ ফিরোযাঁ হুয়া নূরে আওয়াল কা জলওয়া হামারা নবী
খলক সে আউলিয়া আউলিয়া সে রুসুল অউর রুসুলোঁ সে আ'লা হামারা নবী
মুলকে কওনাইন মে আম্বিয়া তাজেদার তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আম্বিয়ায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ السَّلَام সাথে সাক্ষাতের পর যখন **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে অগ্রসর হয়ে আসমানের দিকে যাত্রা করলেন, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে শরাব (সূধা) এবং দুধের পাত্র পেশ করা হলো।

উভয় জগতের আক্বা, মেরাজ রজনির দুলহা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করে: জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আমার নিকট একটি পাত্রে শরাব এবং একটি পাত্রে দুধ নিয়ে এলেন, আমি দুধের পাত্রটি উঠিয়ে নিলাম। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৯) এতে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ اَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ اُمَّتُكَ অর্থাৎ সকল প্রশংসা **আল্লাহ তায়ালার** জন্য, যিনি নির্ভূলতার দিকে আপনাকে পথ প্রদর্শন করেছেন, যদি আপনি শরাবের পাত্র গ্রহন করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো। (সহীহ বুখারী, ১১৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৭০৯)

নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন যে, অতঃপর আমাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হলো। জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আসমানের দরজায় কড়া নাড়লেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রাঈল, জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: ইনি **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: **তাঁকে** কি আহবান করা হয়েছে? তিনি বললেন: জি হ্যাঁ, **তাঁকে** আহবান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খোলা হলো, সেখানে হযরত আ'দম عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ হলো, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে স্বাগত জানালেন এবং দোয়া করলেন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৯)

সন্তানদের চিন্তায় ক্রন্দন

সায়্যিদী আলম, নূরে মজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আ'দম عَلَيْهِ السَّلَام এর ডানে বামে কিছু মানুষ দেখলেন, যখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর ডানে তাকাতেন তখন হাসতেন এবং যখন বামে তাকাতেন তখন কেঁদে দিতেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: তাঁর ডানে ও বামে যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে, তা তাঁর সন্তান, ডান দিকের গুলো জান্নাতী এবং বাম দিকেগুলো জাহান্নামী। (সহীহ বুখারী, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৯)

ইরশাদ করলেন: অতঃপর আমাকে দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো, জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আসমানের দরজায় কড়া নাড়লেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রাঈল, জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: ইনি **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: **তাঁকে** কি আহবান করা হয়েছে? তিনি বললেন: জি হ্যাঁ, **তাঁকে** আহবান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো এবং সেখানে দুই খালাত ভাই হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম এবং হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তাঁরা উভয়ে আমাকে স্বাগত জানালেন এবং দোয়া করলেন, অতঃপর আমাকে তৃতীয় আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো, জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আসমানের দরজায় কড়া নাড়লেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: ইনি **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: **তাঁকে** কি আহবান করা হয়েছে? তিনি বললেন: জি হ্যাঁ, **তাঁকে** আহবান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো এবং সেখানে আমার সাক্ষাৎ হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে হলো, যাঁকে সৌন্দর্য্যের অর্ধেক অংশ দান করা হয়েছিলো। তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং দোয়া করলেন, অতঃপর আমাকে চতুর্থ আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো, জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام দরজায় কড়া নাড়লেন, জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: ইনি **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো:

তাঁকে কি আহবান করা হয়েছে? তিনি বললেন: জি হ্যাঁ, **তাঁকে** আহবান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো, তখন আমার সাক্ষাৎ হযরত **ইদ্রিস** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে হলো, তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন এবং দোয়া দিলেন। **আল্লাহ তায়ালা** হযরত ইদ্রিস عَلَيْهِ السَّلَام সম্পর্কে ইরশাদ করেন: আমি তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি। অতঃপর আমাকে পঞ্চম আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো, জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দরজায় কড়া নাড়লেন, জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: ইনি **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: **তাঁকে** কি আহবান করা হয়েছে? তিনি বললেন: জি হ্যাঁ, **তাঁকে** আহবান করা হয়েছে। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো এবং হযরত হারূন عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তিনি আমাকে স্বাগত জানালেন ও দোয়া দিলেন, অতঃপর আমাকে ষষ্ট আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো, জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দরজায় কড়া নাড়লেন, জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: ইনি **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: **তাঁকে** কি আহবান করা হয়েছে? তিনি বললেন: জি হ্যাঁ, **তাঁকে** আহবান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো এবং সেখানে হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে স্বাগত জানালেন এবং দোয়া করলেন, অতঃপর আমাকে সপ্তম আসমানে নিয়ে যাওয়া হলো, জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام দরজায় কড়া নাড়লেন, জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনি কে? তিনি বললেন: আমি জিব্রাঈল। জিজ্ঞাসা করা হলো: আপনার সাথে কে? তিনি বললেন: ইনি **হযরত মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। জিজ্ঞাসা করা হলো: **তাঁকে** কি আহবান করা হয়েছে? তিনি বললেন: জি হ্যাঁ, **তাঁকে** আহবান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: অতঃপর আমাদের জন্য দরজা খুলে দেয়া হলো এবং হযরত **ইব্রাহিম** عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, যিনি বায়তুল মা'মুর (অর্থাৎ ফিরিশতাদের কিবলা, যা আসমানে

অবস্থিত এবং খানায়ে কাবার একেবারে সোজাসোজি উপরে, এর) সাথে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন এবং এই বায়তুল মামুরে প্রতিদিন সত্তর (৭০) হাজার ফিরিশতা গমন করে এবং যে ফিরিশতারা একবার গমন করে দ্বিতীয়বার তারা আর সুযোগ পায়না। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৯) হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام (হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام সম্পর্কে **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে) আরয করলেন: ইনি হলেন আপনার পিতা, তাঁকে সালাম করুন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালাম করলেন, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام সালামের উত্তর দিলেন, অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বাগত জানিয়ে বললেন: مَرْحَبًا بِالْاِبْنِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ অর্থাৎ পূন্যাত্মা বৎস এবং পূন্যাত্মা নবী সু-স্বাগতম।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিবুল আনসার, বাবুল মেরাজ, ৯৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৮৭)

সপ্তম আসমানে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সাথে সাক্ষাৎ করার পর **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহার নিকট তাশরীফ নিয়ে আসেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিবুল আনসার, বাবুল মেরাজ, ৯৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৮৭) এটি একটি নূরানী কুল গাছ, যার শিকড় ষষ্ট আসমানে এবং শাখা সপ্তম আসমানের উপর, (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৪৩) এর ফল হাজর (নামক ইয়েমেনের শহরের) মৃৎপাত্রের ন্যায় বড় বড় এবং পাতা হাতির কানের ন্যায়। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আরয করলেন: এটি হলো সিদরাতুল মুনতাহা। **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এখানে চারটি নদী প্রত্যক্ষ করলেন, যা সিদরাতুল মুনতাহার শিকড় থেকে বের হতো, এরমধ্যে দু'টি তো প্রকাশ্য ছিলো এবং দু'টি গোপন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে জিজ্ঞাসা করলেন: হে জিব্রাঈল! এই নদীগুলো কিসের? আরয করলেন: গোপন নদীগুলো তো জান্নাত থেকেই (এগুলো হলো জান্নাতি নদী কাওসার ও সালসাবিল বা কাওসার এবং রহমতের নদী এবং প্রকাশ্য নদীগুলো নীল এবং ফোরাত)। (সহীহ বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, বাবুল মে'রাজ, ৯৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৮৮৭ ও সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৬৪)

মকামে মুস্তাওয়া

যখন **প্রিয় আক্বা, হাবীবে কিবরীয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিদরাতুল মুনতাহা থেকে সামনে অগ্রসর হন তখন হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সেখানেই রয়ে গেলেন এবং সামনে অগ্রসর হতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। (আল মাওয়াহিবুদ দুনিয়া, মাকসদুল হামিস,

২/৩৮১) শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে যে, **সায়্যিদী আলম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: যদি আপনার কোন ইচ্ছা থাকে, তবে আমাকে আরয করুন, আমি **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে পেশ করবো। হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আরয করলেন: **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে আমার এই ইচ্ছাটি বর্ণনা করবেন যে, তিনি যেনো কিয়ামতের দিন আমার বাহুকে আরো বেশি প্রশস্ত করে দেন, আমি যেনো আপনার উম্মতকে নিজের বাহুর মাধ্যমে পুলসিরাত পাড় করিয়ে দিতে পারি। (মাদারিজুন্নবুয়া, ১/১৬৪)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম ইহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন:

আহলে সিরাত রুহে আ'মি কো খবর করেঁ জা'তি হে উম্মতে নববী ফরশ পর করেঁ

অপর এক জায়গায় এরচেয়েও বেশি বর্ণনা করেন:

পুল সে উতারো রাহা গুজার কো খবর না হো জিবরিল পর বিছায়ে তো পর কো খবর নেহি

অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (একা সিদরাতুল মুনতাহা থেকে) সামনে অগ্রসর হলেন এবং উপর দিকে সফর করে একটি স্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যাকে মুস্তাওয়া বলা হয়, এখানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কলমের কড়কড় শব্দ শুনতে পান। (বুখারী, কিতাবুস সালাত, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৪৯) এটি সেই কলম ছিলো, যা দ্বারা ফিরিশতারা প্রতিদিন **আল্লাহ তাআলা**র বিধানাবলী লিখে থাকে এবং লৌহে মাহফুয থেকে এক বছরের ঘটনাবলী আলাদা আলাদা পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করেন আর এই পুস্তিকা শাবানের পনের (১৫তম) রাতে সংশ্লিষ্ট আদেশদাতা ফিরিশতাদের নিকট সমর্পন করে দেয়া হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৫৫)

আরশে উলা থেকেও উপরে

অতঃপর মুস্তাওয়া থেকে সামনে অগ্রসর হলে আরশ এলো, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকেও উপর তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেখানে পৌঁছলেন, যেখানে স্বয়ং **"কোথায়"** এবং **"কখন"**ও শেষ হয়ে গিয়েছিলো, কেননা এই শব্দগুলো স্থান ও যুগের জন্য বলা হয়ে থাকে আর যেখানে আমাদের **হুযুরে**

আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পৌঁছলেন, সেখানে না স্থান ছিলো, না যুগ। এই কারণেই একে লা-মকান বলা হয়।

সুরাখি আইন ও মা'তা কাহাঁ থা, নিশানে কেয়ফ ও ইলা কাহাঁ থা
না কোয়ী রাহি না কোয়ী সাথী না সাংগে মঞ্জিল না মারহালে থে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩৫ পৃষ্ঠা)

আইন- কোথায়। **মা'তা-** কখন। **কেয়ফ-** কিভাবে। **ইলা-** কতটুকু। **সাঙ্গে মঞ্জিল-** পাথরের সেই চিহ্ন, যা গন্তব্য চিহ্নিত করে।

পঙতিটির ব্যাখ্যাঃ মেরাজ রজনিতে **হাবীবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোথায় গেছেন? কখন গেছেন? কিভাবে গেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর কে কি বলবে, কেননা যেখানে **মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শবে মেরাজে পৌঁছেছেন, সেখানে কখন ও কোথায় এর কল্পনাও অবান্তর, কিভাবে আর কোথায় এর চিহ্নই নেই, কেউ তাঁর সাথে নাই, ছিলোনা কোন গন্তব্যের ঠিকানা, এই সকল বিষয় ওখানের সাথেই সম্পর্কীত, যেই জগতই অন্য রকম ছিলো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ রাব্বুল ইযযত তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ঐ বিশেষ নৈকট্য দান করেছেন, যা না কেউ কখনো পেয়েছে, না কেউ কখনো পাবে। যেমনটি ২৭তম পারা সূরা নাজমের ৮, ৯ এবং ১০ নং আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝ فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى ۝

(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ৮, ৯ ও ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর ওই জ্যোতি নিকটবর্তী হলো। অতঃপর খুব নেমে আসলো। অতঃপর ওই জ্যোতি ও এ মাহবূবের মধ্যে দু'হাতের ব্যবধান রইলো, বরং তদপেক্ষাও কম। তখন ওহী করলেন আপন বান্দাদের প্রতি যা ওহী করার ছিলো।

আশিকে মাহে রিসালা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কসিদায়ে মেরাজে ঐ মুবারক মুহূর্ত সম্পর্কে লিখেন যে, যেই মুহূর্তে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বিশেষ নৈকট্য দান করা হয়েছে, সেই সময়টি কেমন ছিলো, তিনি লিখেন:

★ **বাড় এ্যয় মুহাম্মদ, করিঁ কো আহমদ, করিব আ' সরওয়ারে মুমাজ্জাদ**
নিসার জাওঁ ইয়ে কিয়া নেদা থি, ইয়ে কিয়া সামাঁ থা, ইয়ে কিয়া মযেঁ থে

★ তাবারাকাল্লাহ শান তেরী তুঝি কো যেয়বা হে বে নিয়াযী
কাহিঁ তু ওহ জোশে লান তারানি কাহিঁ তাকাযে ভিচাল কে থে
★ জিরাদ সে কেহদো কেহ সর ঝুকালে গুমাঁ সে গুযরে গুযরনে ওয়ালে
পড়ে হে ইয়াঁ খোদ জাহাত কো লালে কিসে বাতায়ে কিধর গেয়ে থে
★ উধার সে পায়হাম তাকাযে আ'না ইধার থা মুশকিল কদম বাড়ানা
জালাল ও হায়বত কা সামনা থা জামাল ও রহমত উভারতে থে
★ বড়ে তো লে'কিন ঝিঝাকতে ডরতে হায়া সে ঝুকতে আদব সে রুকতে
জু করিব উনহি কি রাভিশ পে রাখতে তো লাখোঁ মঞ্জিল কে ফাচেলে থে
★ ওহী হে আওয়াল ওহী হে আ'খির ওহী হে বাতিন ওহী হে জাহির
উসি কে জলওয়ে উসি সে মিলনে উসি সে উস কি তরফ গেয়ে থে

সালামে রযায় রয়েছে:

কিসকো দেখা ইয়ে মূসা সে পুছে কোয়ি
আখঁ ওয়ালোঁ কি হিম্মত পে লাখো সালাম

সূরা নাজমে ইরশাদ হচ্ছে:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿۱۷﴾
(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: চক্ষু না কোন দিকে ফিরেছে, না সীমাতিক্রম করেছে।

হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন যে, **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** বান্দাকে ওহী প্রেরণ করেছেন, আর এই ওহী ছিলো সরাসরি, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** এবং **তাঁর হাবীবের** মধ্যখানে কোন মাধ্যম ছিলোনা এবং তা **খোদা** এবং **তাঁর রাসূলের** মধ্যকার রহস্য, যা সম্পর্কে **তাঁরা** ব্যতিত আর কেউ অবগত নয়।

(খাযায়িনুল ইরফান, ২৭তম পারা, সূরা নাজম, ১০ নং আয়াতের পাদটিকা)

(রহস্যের কথোপকথন ছাড়াও) **আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করেন যে, জিব্রাঈল আমীনের যে ইচ্ছা সম্পর্কে আপনাকে আরয করেছে তা কি? **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আরয করলেন: **আল্লাহ তায়ালা** তো তা ভালভাবেই অবগত আছেন। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করলেন: **হে মাহবুব!** আমি তার ইচ্ছা গ্রহন করলাম, কিন্তু তা ঐ সকল লোকের ব্যাপারে যারা আপনাকে ভালবাসে, আপনাকে আপন মনে করে এবং আপনার সহচর্যে থাকে।

(মাদারিজুন্নুবুয়ত, ১/১৬৯)

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন যে, **আল্লাহ তাআলা** আমার উপর একদিন ও রাতে পঞ্চাশ (৫০) ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন, যখন আমি হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট পৌঁছলাম, তখন তিনি বললেন: আপনার **রব তাআলা** আপনার উম্মতের জন্য কি ফরয করেছেন? আমি বললাম: প্রতিদিন ও রাতে পঞ্চাশ (৫০) ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: আপনি রব তাআলার নিকট গিয়ে এই নামাযগুলোকে কমিয়ে নিয়ে আসুন, কেননা আপনার উম্মত পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে পারবে না, আমি বণী ইসরাঈলকে পরীক্ষা করে নিয়েছিলাম, (**প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, নৈশ ভ্রমনের দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন) আমি আমার **রব তাআলার** নিকট ফিরে গেলাম এবং আরয করলাম: হে আমার **রব**! আমার উম্মতের প্রতি কিছুটা সহজ করুন। **আল্লাহ তাআলা** পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিলেন, আমি মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট পৌঁছলাম এবং বললাম যে, **আল্লাহ তাআলা** পাঁচ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে দিয়েছেন। হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: আপনার উম্মত এই নামাযও পড়তে পারবে না এবং গিয়ে আরো কমানোর আরযী করুন, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট থেকে **আল্লাহ তাআলার** দরবারে এভাবে আসা যাওয়া চলছিলো (অর্থাৎ **আল্লাহ তাআলার** দরবার থেকে প্রতিবার কিছুটা কমানো হতো, কিন্তু এরপরও মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরো কমানোর জন্য আমাকে **আল্লাহ তাআলার** দরবারে পাঠাতেই রইলো) এমনকি (যখন শুধুমাত্র পাঁচ ওয়াক্ত নামায অবশিষ্ট রইলো) **আল্লাহ তাআলা** ইরশাদ করলেন: হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এবং এই প্রত্যেকটি নামাযে দশগুণ প্রতিদান পাওয়া যাবে, সুতরাং (প্রতিদান ও সাওয়াবের হিসেবে) তা পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের সমান হয়ে যাবে এবং (আরো দয়া ও অনুগ্রহ এটাও যে,) যে ব্যক্তি নেক কাজের নিয়্যত করলো অথচ সে ঐ নেক কাজ করতে পারলো না, তবে তার জন্য (শুধু নিয়্যতের কারণেই) একটি নেকী লিখে দেয়া হবে এবং যদি সে ঐ নেক কাজ করে নেয় তবে দশটি নেকী লেখা হবে এবং যে ব্যক্তি মন্দ কাজের ইচ্ছা করে এবং সেই মন্দ কাজ করলো না, তবে তার আমল নামায় (মন্দ নিয়্যতের অপরাধে) কোন গুনাহ লেখা হবে না। তবে যদি সে মন্দ কাজ করে নেয়, তবে এখন সেই একটি মন্দই লিখা হবে।

এরপর **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অতঃপর আমি হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট পৌঁছলাম এবং তাকে এই বিধানের সংবাদ দিলাম তখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবারও একই কথা বললেন যে, আপনার রব তায়ালার নিকট গিয়ে আরো কমানোর আবেদন করুন, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমি হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে বললাম যে, (নামায কমানোর জন্য) আমি এতবার আমার **রব তায়ালা** দরবারে গিয়েছি যে, (এই কাজের জন্য আর যেতে) আমার লজ্জা হচ্ছে। **(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল আসরা...., ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৫৯)**

কোরআনে পাকের পনেরতম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে **আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মেরাজের সফরের প্রারম্ভিক অংশের আলোচনা করে ইরশাদ করেন:

سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: পবিত্রতা তারই জন্য, যিনি আপন বান্দাকে রাতারাতি নিয়ে গেছেন মসজিদে হারাম হ'তে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত।

মনে রাখবেন! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, মেরাজ রজনির দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের সফর মসজিদে হারাম থেকেই শুরু হয়ে মসজিদে আকসায় শেষ হয়নি বরং কোরআন ও হাদীসে প্রমাণিত যে, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজ শরীফের রাতে শুধু সাত আসমানের সফর করেননি বরং এর চেয়েও ওয়ারাউল ওয়ারাআ (অনেক উর্ধ) যতটুকু পর্যন্ত **আল্লাহ তায়ালা** চেয়েছেন, তাশরীফ নিয়ে গেছেন।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **ফতোয়ায়ে রযবী শরীফে** শরহে হামযায়া এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন: যেমনটি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কথোপকথনের দৌলত অর্জিত হলো, তেমনি আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরও নৈশ ভ্রমন (মে'রাজের রাত) অর্জিত হলো এবং **আল্লাহ তাআলার** সাথে কথোপকথন ছাড়াও **তাঁর আল্লাহ তাআলার** একান্ত নৈকট্যে আর কপালের চোখে **আল্লাহ তাআলার** দীদার নসীব হলো। কোথায় তুর পর্বত, যার উপর হযরত মূসা

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সাথে দোয়া হয়েছিলো এবং কোথায় আরশেরও উপরের স্থানে যেখানে আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কথা হলো।

এই কিতাবের উদ্ধৃতিতে আরো বলেন: আমাদের **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের শরীর মুবারক সহ জাগ্রত অবস্থায় মেরাজের রাতে আসমান পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে গেছেন অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত, অতঃপর আরো অগ্রসর হয়ে মুসতাওয়া নামক স্থান, আরো অগ্রসর হয়ে আরশ ও রফরফ এবং দীদার (**আল্লাহ তাআলার**) পর্যন্ত। **(ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৬৪৬)**

তবে আয়াতে মুবারাকায় মেরাজের যে অংশের বর্ণনা করা হয়েছে, শুধু ঐ অংশও স্বয়ং খুবই আশ্চার্যজনক মুজিযা, কেননা মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসার মধ্যে ভালই দূরত্ব ছিলো, সুতরাং কোন সাধারণ মানুষের মসজিদে আকসা পর্যন্ত যাওয়া অতঃপর রাতে ফিরেও আসা তো অনেক দূর, একরাতে শুধু একদিকের দূরত্ব অতিক্রম করাও সম্ভব নয়। যেমনটি রুহুল বয়ান প্রণেতা হযরত আল্লামা ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আকসা পর্যন্ত উল্লেখ এই কারণেই করা হয়েছে যে, সেই যুগে মসজিদে আকসা থেকে দূরে আর কোন মসজিদ ছিলো না, মক্কায়ে মুকাররমা থেকে সবচেয়ে দূরে এই মসজিদই ছিলো, মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসার মাঝে একমাসেরও বেশি সময় সফরের দূরত্ব ছিলো।

(রুহুল বয়ান, ১৫ পারা, বনী ইসরাঈল, ১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/১১৪)

জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট সত্যবাদী

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, যখন **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের রাতে সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام কে ইরশাদ করলেন: "يَا جِبْرِيْلُ! اِنَّ قَوْمِیْ يَتَّهِمُوْنِیْ وَلَا يُصَدِّقُوْنِیْ অর্থাৎ হে জিব্রাঈল! আমার গোত্র আমার প্রতি অপবাদ দিবে এবং তারা আমর সত্যতা স্বীকার করবেনা।" হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام আরয করলেন: "اِنِ اتَّهَمَكَ قَوْمُكَ فَاِنَّ اَبَا بَكْرٍ يُصَدِّقُكَ وَهُوَ الصِّدِّيْق অর্থাৎ যদি আপনার গোত্র আপনার প্রতি অপবাদ লাগায়, তবে কি আবু বকর (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) তো আপনার সত্যতা স্বীকার করবে, কেননা তিনি তো সিদ্দিক (সত্যবাদী)।" **(মু'জামুল আওসাত লিত তাবারানী, হাদীস নং-৭১৪৮, ৭১৭৩, ৫/২২৬)**

সুতরাং এমনি হলো যে, যখন মেরাজ রজনির পর সকাল হলো, কাবার হাতিমের নিকট দাঁড়িয়ে আমাদের **আক্বা ও মওলা, মেরাজ রজনির দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মানুষের সামনে সেই আনন্দময় মেরাজের কথা উল্লেখ করলেন, তখন ঈমানদারদের ঈমান তো আরো শক্তিশালী হয়ে গেলো কিন্তু মুনাফিক ও মুশরিকদের তো যেনো পায়ের নিচে মাটি সরে গেলো যে, একরাতেই এত দীর্ঘ পথ কিভাবে অতিক্রম করলো।

চোখ বন্ধ করে সাক্ষ্য প্রদানকারী সত্ত্বা

মুশরিকরা দৌড়ে হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর নিকট গেলো এবং বলতে লাগলো: "هَلْ لَكَ اِلٰى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ اَنَّهُ اَسْرٰى بِهِ اللَّيْلَةَ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدَس؟ অর্থাৎ আপনি কি এই সত্যতা স্বীকার করতে পারেন যে, আপনার সাথী বললো, তিনি রাতারাতি মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা ভ্রমন করেছেন?" তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: "اَوَ قَالَ ذٰلِكَ؟ তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কি আসলেই এরূপ বর্ণনা করেছেন?" তারা বললো: "জি হ্যাঁ।" তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: "لَئِنْ قَالَ ذٰلِكَ لَقَدْ صَدَقَ অর্থাৎ যদি **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ ইরশাদ করেন, তবে নিঃসন্দেহে সত্য বলেছেন।" তারা বললো: "اَوَ تُصَدِّقُهُ اَنَّهُ ذَهَبَ اللَّيْلَةَ اِلٰى بَيْتِ الْمَقْدَس وَ جَاءَ قَبْلَ اَنْ يُّصْبِحَ؟ অর্থাৎ আপনি কি এই আশ্চার্যজনক কথারও সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি আজ রাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গেছেন এবং সকাল হওয়ার পূর্বেই ফিরেও এলেন?" তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বললেন: "نَعَمْ اِنِّیْ لَاُصَدِّقُهُ فِيْمَا هُوَ اَبْعَدُ مِنْ ذٰلِكَ اُصَدِّقُهُ بِخَبَرِ السَّمَاءِ فِیْ غَدْوَةٍ اَوْ رَوْحَةٍ জি হ্যাঁ! আমি তো **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসমানী বার্তা সমূহরও সকাল সন্ধ্যা সাক্ষ্য দিয়ে থাকি। নিঃসন্দেহে তা তো এর চেয়েও বেশি আশ্চার্যজনক বিষয়।" ব্যস এই ঘটনার পর তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ সিদ্দিক হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন।

(মুস্তাদরিক আলা সহীহাইন, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবা, হাদীস নং-৪৫১৫, ৪/২৫)

কিছু অবিশ্বাসী লোক **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান মুজিযাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য বিভিন্ন প্রশ্ন করা শুরু করে দিলো।

হাদীসে পাকে রয়েছে **আল্লাহ তায়ালার মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: قُرَيْشٌ تَسْاَلُنِيْ عَنْ مَسْرَايَ কোরাইশরা আমাকে আমার মেরাজের সফর সম্পর্কে

প্রশ্ন করছিলো। فَسَاَلَتْنِي عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدَسِ لَمْ اُثْبِتْهَا তখন তারা বায়তুল মুকাদ্দাসের এমন এমন জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, যা (অপ্রয়োজনিয় হওয়ার কারণে) আমি মনেও রাখিনি। فَكُرِبْتُ كُرْبَةً مَا كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ আমার এই বিষয়ে এতই দুঃখ হলো যে, এর পূর্বে আমি আর কখনো এতো দূঃখিত হইনি, فَرَفَعَهُ اللّٰهُ لِي اَنْظُرُ اِلَيْهِ مَا يَسْاَلُونِي عَنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْبَاْتُهُمْ بِهٖ তখন **আল্লাহ তায়ালা** বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে উঠিয়ে আনলেন এবং আমি তা দেখতে লাগলাম, সুতরাং কোরাইশরা আমার নিকট যে যে জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছিলো, আমি তাদের বলে যাচ্ছিলাম।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবুল আসরা বিরাসূলুল্লাহ..., ১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৭৮)

হকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মক্কার মুশরিকদের ঐ প্রশ্নাবলী সম্পর্কে বলেন: সেই প্রশ্নগুলোও অহেতুক ছিলো। যেমন; বায়তুল মুকাদ্দাসে স্তম্ভ কয়টি, সিঁড়ি কতটি, মিম্বর কোনদিকে এবং বাস্তবিক পক্ষে এই বিষয়গুলো তো বারবার দেকার পরও স্মরণ থাকে না, তবে একবার দেখার পর স্মরন কিভাবে থাকবে। কাফিররা বললো যে, আরশ ও কুরসির যে বর্ণনা আপনি করছেন, সে সম্পর্কে তো আমরা জানিনা, বায়তুল মুকাদ্দাস আমরা দেখেছি, সেখানকার নিদর্শন সমূহ আপনি আমাদেরকে বলুন, এজন্যই **রব তায়ালা** মেরাজকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন (একভাগ মসজিদে হারাম থেকে) বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত, অতঃপর (দ্বিতীয়ভাগ) সেখান থেকে আরশেরও উপরে পর্যন্ত, যেনো লোকেরা মেরাজের এই (প্রথম) অংশকে অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা জেনে নেয়। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৫৮)** (সুতরাং যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থাদী জিজ্ঞাসা করা হলো তখন) **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিছুটা দ্বিধাহ্নিত হলেন, কেননা যদিওবা **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু তিনি এর অবস্থাদী সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেননি, উপরন্তু সেই রাত ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। **আল্লাহ তায়ালা** হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে আদেশ দিলেন, তিনি তাঁর ডানার উপর বায়তুল মুকাদ্দাসকে উঠিয়ে নিলেন এবং মক্কায়ে মুকাররমায় হযরত আকীল رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বাড়ির পাশে রেখে দিলেন, **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তা দেখেছিলেন এবং তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। (মনে রাখবেন!) বায়তুল মুকাদ্দাসকে উঠিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى

عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান খেদমতে উপস্থিত করাও **তাঁর** মুজিযা, যেভাবে বিলকিসের সিংহাসন (উঠিয়ে দরবারে উপস্থিত করা) হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর মুজিযা ছিলো। (সীরাতু সৈয়্যিদুল আম্বিয়া, ১৩১ পৃষ্ঠা)

যাইহোক **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে মক্কার মুশরিকদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করলেন তখন যেহেতু তারা **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মহান মুজিযার প্রতি ঈমান আনয়নের পরিবর্তে তা জ্ঞান দ্বারা পরখ করছিলো বরং নিজেদের আক্রোশ ও দ্বন্ধের কারণে এই মহান মুজিযাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে জোড় প্রচেষ্টা করছিলো, সুতরাং বাইতুল মুকাদ্দাসের নিদর্শন জিজ্ঞাসা করা এবং এ সম্পর্কে মুখের উপর বলে দেয়ার পরও নিজেদের গোয়ার্তুমীতে অবিচল রইলো এবং পরীক্ষামূলক সেই কাফেলা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো যা মক্কা মুকাররমা থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ার দিকে গমন করেছিলো।

হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদেরকে ইরশাদ করলেন যে, সেই কাফেলা মক্কা শরীফ এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী অমুক স্থানে পেয়েছিলাম, এতে এতো সংখ্যক লোক পদব্রজ এবং এতোটি উট ছিলো। তারা অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে প্রশ্ন করলো যে, সিরিয়া থেকে ফিরার সময় কোনদিন মক্কায়ে মুকাররমায় প্রবেশ করবে? তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তরে ইরশাদ করলেন যে, বুধবার এই মাসের অমুক তারিখ মক্কায়ে মুকাররমায় প্রবেশ করবে, তাদের আগে আগে একটি কয়লা ধুসর (Coal Grey) রঙের উট থাকবে, যার পালানের নিচের অংশ কালো হবে এবং এর উপর দুই বোঝা খাদ্য থাকবে, **নবী করীম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যেরূপ ইরশাদ করেছিলেন, একেবারে হুবহু তেমনই হয়েছিলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুজিযা সমূহ প্রকাশ হওয়াতে মুশরিকরা লজ্জিত হয়েছিলো কিন্তু ঈমান আনলো না।

(সীরাতু সৈয়্যিদুল আম্বিয়া, ১৩১ পৃষ্ঠা)

শবে মিরাজে পরিদর্শনাবলী

শবে মেরাজে **হাবীবে কিবরিয়া, মুহাম্মদে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসংখ্য বিস্ময় পরিদর্শন করেছেন, জান্নাতে তাশরীফ নিয়ে গেছেন, আপন উম্মতের জান্নাতী অট্টালিকাগুলো পরিদর্শন করেছেন, জাহান্নামকে দেখেছেন এবং জাহান্নামীদের

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিও দেখেছেন, অতঃপর এর মধ্য থেকে কিছু কিছু আপন উম্মতদের উৎসাহিত করার জন্য বর্ণনা করেছেন যে, উম্মতরা জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা শুনে নেক ও উত্তম আমলের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে এবং জান্নাতের অবিনশ্বর নেয়ামতের কথা শুনে উম্মত সেই নেয়ামত সমূহ পাবার জন্য চেষ্টা করবে। আসুন! কয়েকটি ঘটনা ও পর্যবেক্ষন সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে শ্রবণ করি: **মেরাজ রজনির দুলহা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: আমি মেরাজের রাতে জান্নাতের দরজায় লিখা দেখলাম: "সদকার সাওয়াব ১০গুণ এবং ঋণের ১৮ গুণ," মুক্তা দ্বারা নির্মিত গুম্বজ সাদৃশ আলিশান তাবু (Tent) প্রত্যক্ষ করেন, যা **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের ইমাম এবং মুয়াজ্জিনদের জন্য, কিছু সুউচ্চ অট্টালিকা প্রত্যক্ষ করলেন, যা রাগকে সংবরনকারী এবং ক্ষমা ও মার্জনাকারীদের জন্য, রেশমের (বিশেষ ধরনের কাপড়) পর্দায় সাজানো একটি মহল প্রত্যক্ষ করলেন, যা আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর জন্য, জান্নাতের সফরের সময় হযরত সায়্যিদুনা বিলালে হাবশী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ এর কদমে আওয়াজ শ্রবন করেন, মেরাজের রাতে জান্নাতী হুরেরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করেন, মেরাজের রাতে এমন এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করেন, যে আরশের নূর দ্বারা আবৃত ছিলো, সে ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলো, দুনিয়ায় যার মুখ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির দ্বারা সিক্ত থাকতো, তার অন্তর মসজিদে লেগে থাকতো, সে কখনো তাঁর পিতামাতাকে মন্দ বলা বা তাঁদের অসম্মানজনক কোন কাজ করেননি।

মেরাজের রাতে যে শাস্তির খুবই যন্ত্রণাদায়ক আযাবসমূহ দেখেছেন, তার মধ্যে এটাও দেখেছেন যে, কিছু লোকের চোয়াল খোলা হচ্ছে, তাদের মাংস কেটে রক্তসহ তাদের মুখে পুরে দেয়া হচ্ছে, তা ঐ সকল দূর্ভাগা লোক ছিলো, যারা গীবত করতো, মানুষের দোষ খুঁজতো, মেরাজের রাতে **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকও দেখলো, যাদের পেট অট্টালিকার মতো বড় বড় ছিলো এবং তাদের পেটের ভেতরের সাপ বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছিলো, এই দূর্ভাগারা ছিলো সূদখোর, মেরাজের রাতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এমন কিছু লোকের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেছেন, যাদের মাথা পাথর দিয়ে থেতলানো হচ্ছিলো, এরা ঐ দূর্ভাগা, যাদের

মাথা নামাযের কারণে ভারি হয়ে যেতো, উম্মতের খতিব এবং তাদের বর্ণনার প্রতি আমল না করা ও কোরআন পাঠ করে এর উপর আমল না করা ব্যক্তিদেরকে দেখলো যে, তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে বারবার কাঁটা হচ্ছিলো, মেরাজের রাতে দোযখে কিছু এরূপ লোককে আগুনের ডালে ঝুলে থাকতে দেখেছেন, তারা ছিলো ঐ সকল দূর্ভাগা, যারা দুনিয়ায় পিতামাতাকে গালি দিতো।

তাওবা করে নাও...!!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু এই আযাবগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিন অতঃপর নিজের ক্ষীণতা ও দূর্বলতার প্রতি তাকান, আহ! আমাদের দূর্বলতার অবস্থা এমন যে, সামান্য মাথা ব্যাথা বা জ্বর বিচলিত করে দেয়, অতঃপর আখিরাতের এই যন্ত্রণাদায়ক আযাব কিভাবে সহ্য করতে পারবে, তাই এখনও সময় আছে, ভীত হয়ে যান এবং যারা ফরয হওয়ার পরও যাকাত আদায় করেনা, দ্রুত এর থেকে তাওবা করে নিন এবং যত বছরের যাকাত দেয়া হয়নি, হিসেব করে তাড়াতাড়ি আদায় করে দিন, নয়তো এই সুযোগ যদি হাত থেকে চলে যায় এবং তাওবা করার পূর্বেই যদি মৃত্যু এসে যায় তবে আর সুযোগ পাওয়া যাবে না।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী
কবর মে ওয়ারনা সাযা হো গী কড়ী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইতিকাফের প্রেরণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে বাঁচার উত্তম পন্থা হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, প্রতি মাসে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর, মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে পুরো রমযান মাস বা শেষ দশদিনের ইতিকাফে অংশগ্রহন করা। আশিকানে রমযান ইসলামী ভাইদের জন্য সুসংবাদ হলো যে, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মুবারক মাসের সুভাগমন অতি সন্নিকটে এবং এই মুবারক মাসের বরকতে কথাই কি বলবো! এই মুবারক মাসে অধিকহারে ইবাদত ও তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরূদ পাঠ করে নিজের আমল নামায় অধিকহারে নেকী

লেখানোর সুযোগ অনেক গুণে বেড়ে যায়। আমাদেরও উচিৎ যে, গুনাহ থেকে স্বয়ং নিজেকে বাঁচাতে এবং দিন রাত নেকীতে অতিবাহিত করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে পুরো রমযানের ইতিকাফে অংশগ্রহনের শুধু নিজের নিয়্যত নয় বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরও ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদেরও প্রস্তুত করা। **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنِ اعْتَكَفَ اِيْمَاناً وَّاِحْتِسَاباً غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে ইতিকাফ করে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (জামেয়ে সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৮৪৮০)

ইয়া খোদা মাহে রমযান কে সদকে সাচ্ছি তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়
নেক বন জায়োঁ জি চাহতা হে ইয়া খোদা তুঝ সে মেরী দোয়া হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্ভব হলে প্রতি বছর, না হয় জীবনে কমপক্ষে একবার তো পুরো রমযানুল মুবারক মাসের ইতিকাফ করে নেয়া উচিৎ। **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযান শরীফে ইবাদতের জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রানিত হতেন। যেহেতু রমযান মাসেই শবে কদরকেও গোপন রাখা হয়েছে, সুতরাং সেই মুবারক রাতের অন্বষনে **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একবার পুরো রমযান মাসের ইতিকাফ করেছেন আর এমনিতেও মসজিদে অবস্থান করা অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয় এবং ইতিকাফকারীর তো কথাই নেই যে, **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জনে নিজেকে সকল ব্যস্ততা থেকে অবসর করে মসজিদেই অবস্থান করেন। **ফতোয়ায়ে আলমগীরি**তে বর্ণিত রয়েছে: "ইতিকাফের উপকারিতা একেবারে স্পষ্ট। কেননা এতে বান্দা **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদতে লিপ্ত করে দেয়, আর দুনিয়ার ঐসব কাজকর্ম থেকে অবসর হয়ে যায়। ইতিকাফকারীর সম্পূর্ণ সময়টুকু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নামাযের মধ্যে অতিবাহিত হয়। (কেননা, নামাযের জন্য অপেক্ষা করাও নামাযের ন্যায় সাওয়াব।) মূলতঃ ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জামাআত সহকারে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। ইতিকাফকারীরা ঐসব (ফিরিশতার) সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অমান্য করে না এবং যে নির্দেশই তাঁরা পায়, তাই পালন করে, আর তাঁদেরই সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা রাতদিন **আল্লাহ তায়ালা**র তাসবীহ পাঠ করতে থাকে এবং তাতে বিরক্তি বোধ করে না।" (ফাতোওয়ায়ে আলমগীরি, ১/২১২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন যে, ইতিকাফে নেকী অর্জনের কিরূপ সুযোগ লাভ হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে রমযানুল মুবারকে ইতিকাফের আয়োজনকে সুচারু রূপে করার জন্য কয়েকটি মজলিশ ও যিম্মাদারদের নিয়োগ দেয়া হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ শুধু বাংলাদেশে নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অসংখ্য মসজিদে পুরো রমযানুল মুবারক মাস এবং শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাফের আয়োজন করা হয়। এতে হাজারো ইসলামী ভাই ইতিকাফকারী হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পাশাপাশি অন্যান্য ইবাদতের সৌভাগ্য অর্জন করে, এছাড়াও ইতিকাফে ওযু, গোসল, নামায, রোযা এবং অন্যান্য শরয়ী মাসআলা মাসায়িলও শেখানো হয় এবং প্রতিদিন দু'ঘন্টা মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه থেকে জিজ্ঞাসীত প্রশ্নাবলীর চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় ভরপুর উত্তর দ্বারা জ্ঞানের বিশাল ভান্ডারও কুক্ষিগত হয়। তাছাড়া অনেক ইতিকাফকারী রমযানুল মুবারক শেষ হতেই চাঁদ রাতেই আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় মুসাফির হয়ে যায়। অনেক সৌভাগ্যবান আশিকে রমযান বিভিন্ন কোর্স যেমন; **"আমল সংশোধন কোর্স, ১২টি মাদানী কাজ কোর্স, ফয়যানে নামায কোর্স, ইমামত কোর্স, মুদাররীস কোর্স"** ইত্যাদি করারও সৌভাগ্য লাভ করে থাকে।

নেকীয়োঁ কা তুমহে খুব জযবা মিলে
ভাই গর চাহতে হো "নামাযে পড়ো"
মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ
মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

মাদানী ফান্ড সংগ্রহের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামী হচ্ছে, আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন, যার দুনিয়া জুড়ে ব্যাপক সুনাম, **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনে মতিনের খেদমতে প্রায় ১০৪ টিরও বেশী বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, শুধু জামেয়াতুল মদীনা (বালক ও বালিকা), মাদরাসাতুল মদীনা (বালক ও বালিকা) এবং মাদানী

চ্যানেলের বাৎসরিক ব্যায় কোটি টাকা নয় বিলিয়ন টাকা। জামেয়াতুল মদীনার মাধ্যমে এই পর্যন্ত হাজারো ওলামায়ে কিরাম তৈরী হয়েছে এবং নিজের খেদমত বিভিন্ন বিভাগে পেশ করে দ্বীন ইসলামের উন্নতিতে নিজের অংশ অর্ন্তভূক্ত করে যাচ্ছে।

দা'ওয়াতে ইসলামী অধীনে দেশ বিদেশে ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনদের ফ্রি তাজবীদ ও মাখারিজ সহকারে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত শিখানোর জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা এবং প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা আর মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদেরকে হিফয ও নাযারা শিখানোর জন্য মাদরাসাতুল মদীনা বালক শাখা এবং মাদরাসাতুল মদীনা বালিকা শাখা প্রতিষ্ঠিত, তাছাড়া যেস্থানে কোরআনে করীম পড়ানোর ওস্তাদ সহজে পাওয়া যায়না সেখানে মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইনও শুরু করা হয়েছে। অসংখ্য মাদরাসাতুল মদীনায় মাদানী মুন্নাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থাও বিদ্যমান। অনাবাসিক মাদরাসাতুল মদীনা গুলোতে ৮ ঘন্টা এবং ১ ও ২ ঘন্টার খন্ডকালিন (Part Time) মাদরাসাতুল মদীনাও তার বাহার লুটিয়ে যাচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য **যাকাত, সদকা, মাদানী দান অনুদান** দেয়ার পাশাপাশি নিজের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধবের প্রতি ইনফিরাদি কৌশিশ করে তাদেরও **আল্লাহ তাআলা**র পথে ব্যয় করার ফযীলত জানিয়ে মদানী ফান্ড জমা করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"ফয়যানে মে'রাজ" কিতাবের পরিচিতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই মেরাজের ফয়যানকে প্রসার ঘটাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আল মদীনাতুল ইলমিয়া **"ফয়যানে মেরাজ"** নামে একটি কিতাব প্রদান করেছে। যাতে মেরাজের সম্পূর্ণ ঘটনা, এসম্পর্কীত আয়াতে মুবারাকা, হাদীসে মুবারাকা এবং এথেকে অর্জিত মাদানী ফুলসহ মেরাজের ঘটনায় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পরিদর্শনের অলোচনাও করা করা হয়েছে। এই কিতাবটি অধ্যয়ন করাতে ইশকে রাসূলে বৃদ্ধির পাশাপাশি اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ জ্ঞানের অমূল্য

ভান্ডার অর্জিত হবে। সকল ইসলামী ভাইদের প্রতি মাদানী অনুরোধ যে, এই কিতাবটি উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে অবশ্যই অধ্যয়ন করুন। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد